প্রথম আলো

৮/১১/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ২৪শে কার্তিক ১৪০৮ ◆ Dhaka Thursday 8 November 2001

করটিয়া সরকারি সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

১৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত ॥ সন্ত্রাসী কেউ গ্রেফতার হয়নি

মির্জাপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টাঙ্গাইলের করটিয়া সরকারি সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ১৫ই অক্টোবর অধ্যক্ষ প্রফেসর সুলতান মিয়াকে কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করার পর শিক্ষক পরিষদ জরুরি সভা করে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। ঘটনার ২০ দিন পরও পুলিশ কোন চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। সন্ত্রাসীরা পুলিশের ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১শ' ৮ জন শিক্ষক গণবদলির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীদের কাছ থেকে জানা গেছে।

বর্তমানে সাদত কলেজের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যদিকে চলতি মাসের ১৭ তারিখ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা। সাদত কলেজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা দেয়ার কথা। কিন্তু কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় কোথায় তাদের পরীক্ষা হবে, তা কলেজ [illegible] এখনো অনিশ্চিত। বিপাকে পড়েছে পরীক্ষার্থীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কুমুদিনী কলেজ ও কাগমারী কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তারা কোনরকম পরীক্ষা নিতে পারবেন না।

এদিকে শিক্ষকবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, ঘটনার ২০ দিন পরও পুলিশ চিহ্নিত কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশ নিরীহ কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে যারা ঘটনার সঙ্গে আদৌ জড়িত ছিল না। দাগি সন্ত্রাসীরা করটিয়া ও টাঙ্গাইল সদর এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করছে। অধ্যক্ষ সুলতান মিয়া টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে টাঙ্গাইলে বাসভবনে পুলিশ পাহারায় রয়েছেন।

অন্যদিকে সন্ত্রাসীরা কলেজের অন্যান্য শিক্ষককে হুমকি দিচ্ছে এই বলে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাদের পরিণতি হবে অধ্যক্ষ সুলতান মিয়ার মতো। ফলে শিক্ষকবৃন্দ এবং নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তবে কলেজ কবে নাগাদ খোলা হবে সে ব্যাপারে কোন কিছু জানা যায়নি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত